www.AmarIslam.com

রিসালা নং- ১৭

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মদীনার মাছ

MADİNE KE MACHLİ

সংশোধিত

- ইসার তথা আত্মত্যাগের সংজ্ঞা ০৫
- সম্পদ তিন ধরনের উপকার দেয় ১৫
- বাচ্চাদের রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ২৩
- নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দান করার ফযীলত ২৮
- ইসারের সওয়াব অর্জনের উপায় ২৯
- অন্তিম মূহুর্তেও ইসার ৩৬
- ইসারের মাদানী বাহার ৩৯
- পোষাক পরিচ্ছদের ১৪টি মাদানী ফুল ৪১

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্টাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদিরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু’আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু’আটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দু’আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকী
ও ক্ষমার ভিখারী।
১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারূল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
❋ দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	❋ বাচ্চাদের রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	২৩
❋ ইসার তথা আত্মত্যাগের সংজ্ঞা	৫	❋ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও...	২৪
❋ আঙ্গুর ইসার	৫	❋ সুন্নতের আলোড়ন সৃষ্টিকারীগণ!	২৫
❋ প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র শৈশবকাল	৬	❋ আগুনের কাঁকন	২৫
❋ কখনো কল্যাণ অর্জন হবেনা	৬	❋ মা ফাতিমার আত্নত্যাগ	২৬
❋ চিনির বস্তা	৭	❋ ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর ফযীলত	২৭
❋ পছন্দনীয় বাগান	৮	❋ নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দান করার ফযীলত	২৮
❋ উৎকৃষ্ট ঘোড়া	১০	❋ ইসারের সাওয়াব অর্জনের উপায়	২৯
❋ ফারুকে আযম رضي الله عنه দাসীকে পছন্দ হতেই মুক্ত করে দিলেন	১১	❋ ইসারের সাওয়াব বিনা হিসেবে জান্নাত	৩০
❋ আবূ যর গিফারী رضي الله عنه এর উৎকৃষ্ট উট	১২	❋ ইসার করা হতে কেন বিরত থাকব!	৩০
❋ সম্পদ তিন ধরনের উপকার দেয়	১৫	❋ ছাগলের মাথা	৩১
❋ উত্তরাধিকারীর সম্পদ	১৬	❋ ইসারকারী এক ব্যবসায়ীর ঘটনা	৩২
❋ শেষ মুহুর্তেও ইসার	১৬	❋ বিরল ডাকাত	৩৩
❋ দান করতে আশ্চর্যজনক তাড়াহুড়া	১৭	❋ নিজের খাবার কুকুরকে ইসার করে দিলেন!	৩৪
❋ নেকীর কাজে তাড়াতাড়ি করা চাই	১৮	❋ কুকুরের ইসার করার আশ্চর্যজনক ঘটনা	৩৫
❋ চিরকুট পড়া ব্যতিত আবেদন কবুল করে নিলেন	১৮	❋ অন্তিম মুহুর্তেও ইসার	৩৬
❋ মন সম্পদ দিয়ে নয় ভালবাসা দিয়ে জয় হয়	১৯	❋ পানি ইসারকারী জান্নাতী হয়ে গেল	৩৭
❋ চাওয়ার পর দানকারী, প্রকৃত দানবীর নয়	২০	❋ ইসারের মাদানী বাহার	৩৯
❋ বন্ধুর খবরাখবর না নেওয়াতে আফসোস!	২০	❋ পোষাক পরিচ্ছদের ১৪ টি মাদানী ফুল	৪১
❋ বিরল মেহমানদারী	২১	❋ মাদানী হুলিয়া	৪৪
❋ প্রিয় নবী ﷺ পরের দিনের জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখতেন না	২৩		

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মদীনার মাছ *

শায়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক না কেন এই রিসালা শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের উপর অপর মুসলমানকে ইসার তথা আত্মত্যাগ এর প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং জান্নাত অর্জনের পথ সহজ হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

কিয়ামতের দিন যখন মুসলমানের মীযান তথা নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, তখন **সারওয়ারে কায়েনাত, শাহিনশাহে মওজুদাত, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটা চিরকুট নিজের কাছ থেকে বের করে নেকীর পাল্লাতে রাখবেন, এতে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি আরয করবে: আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনি কে? **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং চিরকুটটি দুরুদে পাক, যা তুমি আমার উপর পাঠ করেছিলে।

(কিতাবু হসনুয যন বিল্লাহ লিআবী বকর বিন আবিদ দুনিয়া খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১৯২, হাদীস নং-৭৯, সংক্ষেপিত)

হাম নে খা’থা মে না কি তুম নে আ’তা মে না কি
কোয়ি কমি সরওয়ারা তুম পে কোরোঁরো দরূদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

*মদীনা...

এই বয়ান **আমীরে আহলে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**, বাবুল মদীনা করাচীতে ১১/০৩/২০১১ ইং মোতাবেক ৫ রবিউল গাউস ১৪৩২ হিজরীতে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক **সুন্নতে ভরা ইজতিমায়** প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হল। মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا রোগাক্রান্ত ছিলেন, তাঁর ভূনাকৃত মাছ খাওয়ার ইচ্ছা জাগল। তাঁর رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ এর খাদিম হযরত সায়্যিদুনা নাফি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: অনেক সন্ধানের পর মদীনা মুনাওয়ারা زَادَھَا اللّٰہ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا থেকে দেড় দিরহামের বিনিময়ে পাওয়া গেল, আমি সেটা ভূনে তাঁর দরবারে পেশ করলাম। এ সময় একজন ফকীর আসল, তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, নাফি! এ মাছ ফকীরকে দান করে দাও। আমি আরয করলাম: আপনার رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ নিকট এটার অনেক আকাঙ্খা রয়েছে, তাই অনেক চেষ্টা করে এই মদীনার মাছটা ক্রয় করে এনেছি, এটা আপনি খেয়ে নিন। আমি এ মাছের মূল্য ভিক্ষুককে দান করে দিচ্ছি। বললেন: না তুমি এ মাছটাই ভিক্ষুককে দান করে দাও। অতএব আমি ঐ মদীনার মাছটা ভিক্ষুককে দান করে দিলাম। পরে তার পেছনে গিয়ে মাছটি পূণরায় ক্রয় করে নিলাম এবং এসে তাঁর رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ এর সামনে রাখলাম। ইরশাদ করলেন: যাও মাছটা ঐ ভিক্ষুককে দান করে দাও এবং যে মূল্য তাকে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিওনা। আমি **মদীনার তাজেদার, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর আকাঙ্খী হয়, অতঃপর তার এ আকাঙ্খাকে পরিত্যাগ করে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃ-১১৪)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইসার তথা আত্মত্যাগের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا আপন নফসকে কিরূপ দমন করেছেন, প্রচন্ড চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মদীনার মাছ আহার করেননি। সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে আপন পার্থিব নেয়ামত **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় ইসার তথা আত্মত্যাগ করে দিলেন। আত্মত্যাগ এর সংজ্ঞা হচ্ছে, "অন্যজনের চাহিদা ও প্রয়োজনকে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া"।

আঙ্গুর ইসার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا এর আত্মত্যাগের অপর একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা নাফি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মনে প্রথম ফলনের আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা হলো। অতএব তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত সায়্যিদুনা সাফিয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھَا এক দিরহামের আঙ্গুর আনালেন। এর মধ্যে এক ভিক্ষুক ঐ আঙ্গুর ভিক্ষা চাইল। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: এই আঙ্গুর ঐ ভিক্ষুককে দান করে দাও, অতএব দান করে দেয়া হল। বিবি সাহিবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھَا পূণরায় এক দিরহামের আঙ্গুর আনালেন। ঐ ভিক্ষুক আবার এসে ভিক্ষা চাইল, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: এ আঙ্গুরও তাকে দিয়ে দাও। শেষ পর্যন্ত বিবি সাহিবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھَا তৃতীয়বার আঙ্গুর আনালেন।

(শুয়ুবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃ-২৫৯, হাদীস নং-৩৪৮১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র শৈশবকাল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর যে পবিত্র ঘর থেকে ইসার তথা আত্মত্যাগ এর প্রেরণা অর্জন হয়েছে সেটার কথা কিইবা বলবো! আমার **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তাফা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ শান ছিল যে, দুধপানকালীন বয়সেও ন্যায় এবং ইনসাফ করতেন, যেমন; বর্ণিত রয়েছে যে, সায়্যিদাতুনা হালীমা সা'দিয়্যা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর আপন সন্তানও যেহেতু দুধপানের অংশীদার ছিল, তাই **সুলতানে দু'জাহান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যতই ক্ষুধা পেতনা কেন কেবল এক পার্শ্ব হতেই দুধ পান করতেন। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ,খন্ড-১,পৃষ্ঠা-৭৯ হতে সংক্ষেপিত) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ ঈমান তাজাকারী চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে আমার আকা আ'লা হযরত, আশিকে মাহে রিসালত, ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর লিখিত না'ত গ্রন্থ 'হাদায়ইকে বখশিশ' শরীফে লিখেন:

ভাইয়োঁ কেলিয়ে তরক পেসতা করে,
দুধ পিতুঁ কি নিছফত পে লাখোঁ সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কখনো কল্যাণ অর্জন হবেনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নিকট কি রকম ইসার তথা আত্মত্যাগ এর প্রেরণা ছিল! নিজের প্রিয় বস্তু **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়া বাস্তবিকই অনেক বড় সাওয়াব ও নেকীর কাজ। কোর'আনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

পাকের চতুর্থ পারার শুরুতে **আল্লাহ** তা'আলার বরকতময় বাণী হচ্ছে:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "তোমরা কখনো কল্যাণ অর্জন করতে পারবেনা, যতক্ষণ না **আল্লাহ**র রাস্তায় আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবেনা।" (পারা-৪,সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৯২)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা

খাযাইনুল ইরফান এর মধ্যে এ আয়াতের পাদটিকায় সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর বাণী হচ্ছে: 'যে সম্পদ মুসলমানের পছন্দ হয় আর তা **আল্লাহ** তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, সে আয়াতের হুকুম অনুযায়ী আমলকারী হিসেবে গণ্য হবে। চাই একটি খেজুরই দান করুক।' (তাফসীরে খাযিন, খন্ড-১,পৃষ্ঠা-২৭২)

চিনির বস্তা

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ চিনির বস্তা ক্রয় করে সাদকা করতেন। তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর নিকট আরয করা হল: আপনি এর মূল্য কেন দান করেন না? বললেন: চিনি আমার খুবই পছন্দনীয় বস্তু আর আমার ইচ্ছা যে, **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় নিজের প্রিয় বস্তু ব্যয় করি। (তাফসীরে নাসাফী পৃষ্ঠা-১৭২)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

পছন্দনীয় বাগান

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদিনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا এর আনসার সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক বাগানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিকট সমস্ত সম্পদের মধ্যে "বায়রুহা" (নামক বাগান) টি সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল, যা মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সামনে ছিল। **তাজেদারে মদিনা, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানকার সর্বোৎকৃষ্ট পানি পান করতেন। যখন চতুর্থ পারার ১ম আয়াতে কারীমা:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "তোমরা কখনো কল্যাণ অর্জন করতে পারবেনা, যতক্ষণ না **আল্লাহ**র রাস্তায় আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবেনা")

অবতীর্ণ হল তখন তিনি **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দাঁড়িয়ে আরয করলেন: 'আমার নিজের সব সম্পদ হতে "বায়রুহা" সবচেয়ে প্রিয়, আমি তা **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় সাদকা করছি। আমি **আল্লাহ** তা'আলার নিকট এটার সাওয়াব ও সেটার ভান্ডার প্রার্থনা করছি। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনি এটা সেখানে ব্যয় করুন, যেখানে খরচ করার ব্যাপারে **আল্লাহ** তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারন করেছেন। **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:"بَخٍ ذَالِكَ مَالٌ رَّابِحٌ অর্থাৎ 'চমৎকার! এটা তো বড় লাভজনক সম্পদ' তুমি যা বলেছ আমি শুনে নিয়েছি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটাই যে, তুমি তোমার আপন আত্মীয় স্বজনদের মাঝে এ সম্পদ ওয়াক্‌ফ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

করে দাও।" সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **'ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আমি এটাই করছি। অত:পর আবু তালহা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঐ বাগান আপন আত্মীয় ও চাচার সন্তানদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।' (সহীহ বুখারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **"মিরআতুল মানাজীহ"** খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৫ এর মধ্যে উল্লেখ করেন: মুহাদ্দিসীনে কিরাম "বায়রুহা" নামের আটটি ব্যাখ্যা করেছেন। তন্মধ্যে এক ব্যাখ্যা এটা যে "حاء" এক ব্যক্তির নাম ছিল, যে কুপটি খনন করেছিল। যেহেতু কুপটি ঐ বাগানের ভিতর ছিল তাই বাগানের নামও ঐ নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কুপটি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফকীর **(আমীরে আহলে সুন্নত)** সেটার পানি পান করেছি। এটার আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটও ঐ জায়গার পানি খুব পছন্দনীয় ছিল। সে কারণে অভিজ্ঞ হাজীগণ এর বরকত পাওয়ার জন্য সেটার পানি অবশ্যই পান করে থাকেন। (বর্তমানে "বায়রুহা" এর যিয়ারত করা অসম্ভব এবং সেটার পানি পান করারও কোন উপায় নেই কেননা সেটা মসজিদে নববী عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام প্রশস্তকরণের কারণে এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য অভিজ্ঞ লোক মসজিদে নববী عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মধ্যে এই বিশেষ স্থানের যিয়ারত করাতে পারেন যেথায় **"বায়রুহা"** ছিল। মুফতী সাহিব ১২৬ পৃষ্ঠায় হাদীসের এ অংশ "চমৎকার! এটাতো বড় লাভজনক সম্পদ" এর পাদটিকায় লিখেন, অর্থাৎ 'হে আবু তালহা! এ বাগান ওয়াক্‌ফ করার বিনিময়ে তোমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

অনেক লাভ হবে, বুঝা গেল যে **হুযুর আনওয়ার** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমল কবূল হওয়ার ব্যাপারেও অবগত ছিলেন এবং এটাও জানতেন যে, কার কোন আমল, কোন স্তরে কবূল হল। (এছাড়া) এ বাগান কেনই বা কবূল হবেনা! বাগানও উত্তম, ওয়াক্ফকারীও উত্তম অর্থাৎ সাহাবী এবং যার তোফাইলে অর্থাৎ মধ্যস্থতায় ওয়াকফ করা হয়েছে তিনিও সর্বোত্তমদের **শাহিনশাহ** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

সারে আঁচ্ছো মে আচ্ছা সমজে জিছে,
হ উছ আচ্ছে ছে আচ্ছা হামারা নবী (হাদায়েকে বখশিশ)

উৎকৃষ্ট ঘোড়া

"তাফসীরে খাযিনে" চতুর্থ পারার প্রথম আয়াত

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "তোমরা কখনো কল্যাণ অর্জন করতে পারবেনা, যতক্ষণ না **আল্লাহ**র রাস্তায় আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবেনা" (পারা-৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯২)

এর পাদটিকায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন হারিসা رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ এ আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হওয়ার পর নিজের উৎকৃষ্ট ও দামি ঘোড়া **দরবারে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এনে আরয করলেন, এটা **আল্লাহ**র জন্য সাদকা। প্রিয় **আকা** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ঘোড়া তারই সন্তান সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ কে দান করে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন: '**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিয়্যত তো সাদকা করা ছিল।' ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ** তা'আলার তোমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সাদকা কবূল করেছেন।" (তাফসীরে খাযিন,খন্ড-১,পৃষ্ঠা-২৭২)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দাসীকে পছন্দ হতেই আযাদ করে দিলেন

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবূ মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে পাঠিয়ে দিন। তিনি পাঠিয়ে দিলেন। দাসীটা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খুব পছন্দ হল। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এ আয়াতে কারীমা لَنْ تَنَالُوا.... শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে দাসীটাকে **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় আযাদ করে দিলেন। (তাফসীরে তাবারী,খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৩৪৬,হাদীস নং-৭৩৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! আমাদের মাঝেও যদি এমন ইসার তথা আত্মত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যেত এবং আমরাও নিজের প্রিয় বস্তু **আল্লাহ**র রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। আফসোস! আমরাতো ভালো ও উৎকৃষ্ট বস্তুকে প্রাণের মত আকড়ে ধরি আর যদি **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দিতেই হয় কিংবা কাউকে উপহার স্বরুপ কিছু পেশ করতে হয় সাধারণত: নিম্নমানের বস্তুই দিয়ে থাকি আর তাও ওরকম যা আমাদের কোন কাজে আসেনা! কি রকম বঞ্চনার বিষয়, যে মহান **আল্লাহ** আমাদেরকে নেয়া'মত দান করেছেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাঁর প্রদানকৃত নি'মাত তাঁর রাস্তায় দান করার মন মানসিকতা তৈরী হয়না। আমাদের জিনিসপত্র চাই চুরি হয়ে যাক, নষ্ট হয়ে যাক, এদিক সেদিক হারিয়ে যাক এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমাদের মন **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দান করতে চায়না।

দে জজবা তু এইছা তেরা নাম পর দোঁ,
পছন্দিদা সিঁজে লুঠা ইয়া ইলাহী

আবূ যর গিফারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উৎকৃষ্ট উট

নিজের প্রিয় বস্তু **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দান করার একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করুন এবং আন্দোলিত হোন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবূ যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মদিনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর নিকটবর্তী এক জনবসতিতে থাকতেন। জীবন যাপনের জন্য তাঁর নিকট কয়েকটি উট ও একজন দূর্বল রাখাল ছিল। একদা বনূ সুলাইম গোত্রের এক অধিপতি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, **হুযূর**! আমাকে আপনার সঙ্গ অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করুন, যাতে আপনার ফয়েযও হাসিল করব এবং আপনার রাখালকেও সহযোগিতা করব। সায়্যিদুনা আবূ যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের সঙ্গ দেওয়ার ক্ষেত্রে এ শর্ত (মাদানী ফিস) আরোপ করলেন যে, আপনাকে আমার আনুগত্য করতে হবে। আরয করলেন: কোন বিষয়ে? বললেন: "যখন আমি আমার সম্পদ হতে কোন কিছু দান করতে বলি তবে সবচেয়ে উত্তম বস্তু দান করতে হবে।" তিনি মেনে নিলেন এবং তাঁর বরকতপূর্ণ সঙ্গ দ্বারা ধন্য হতে রইলেন। একদিন কেউ সায়্যিদুনা আবূ যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট আরয করলেন: হুযুর! এখানকার নদীর পাশে কিছু দরিদ্রলোক বাস করে সম্ভব হলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তাদেরকে কিছু সাহায্য করুন। "সুলাইমী গোত্রের অধিপতি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ আমাকে হুকুম দিলেন, একটি উট নিয়ে আসুন। আমি রওনা হলাম এবং সবচেয়ে উত্তম উটটি নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলাম, কিন্তু আমার মনে আসল যে, এ উটটি সায়্যিদুনা আবূ যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাহনের কাজে আসবে এছাড়া উটটি অনুগত। উদ্দেশ্য তো শুধু মাংস বন্টন করাই সুতরাং এটার পরিবর্তে অন্য উটগুলো হতে সবচেয়ে উত্তম উটনীটি পেশ করলাম। বললেন, "আপনি খিয়ানত করেছেন।" আমি বুঝে গেলাম এবং ঐ উটটি এনে পেশ করলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ আদেশ করলেন যে নদীর তীরে কয়টি ঘর রয়েছে তা গণনা করে আসুন এবং এতে আমার ঘরও শামিল করুন। অত:পর উটটি নহর (উট যবেহ করার বিশেষ পদ্ধতি) করে যতটি ঘর আবাদ রয়েছে সব ঘরে সমান ভাগে গোশত বন্টন করে দিন। আমার ঘরে যেন এক টুকরো গোশতও বেশী না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন, আদেশ পালন করা হলো। কাজ শেষে আমাকে ডেকে বললেন, আপনি কি আমার দেয়া অঙ্গিকার ভূলে গিয়েছিলেন? আমি আরয করলাম! আমার কৃত ওয়াদা বা অঙ্গিকার স্মরন ছিল এবং সর্বপ্রথম ঐ উটটি নিয়েও এসেছিলাম কিন্তু আমার মনে আসল যে এই উট আপনার رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাহন এবং আপনার رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক কাজে আসবে। কেবল আপনার প্রয়োজনের তাগিদে সেটাকে রেখে দিয়েছিলাম।

তিনি বললেন: বাস্তবেই কি আমার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাদ দিয়েছিলেন? আরয করলাম! জি হ্যাঁ! বললেন: আমার প্রয়োজনের দিন কোনটা তা কি আপনাকে বলব না? শুনে নিন! আমার প্রয়োজনের দিন তো ঐ দিন যেদিন কবরের গর্তে একা রেখে আসা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হবে। বাকী থাকবে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ, সেটার তো তিনজন অংশিদার: (১) "তাক্বদির" তথা ভাগ্যলিপি যা তার অংশ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেনা। (২)"উত্তরাদিকারী" যারা আপনার মৃত্যুর প্রতিক্ষায় রয়েছে, কখন আপনি মারা যাবেন আর তারা সম্পদের অধিকারী হবে। (৩) তৃতীয় অংশিদার আমি নিজেই (যখন তকদীর ও উত্তরাধিকারীগণ সম্পদ নেওয়ার ব্যাপারে কারো পরোয়া করবেনা, তবে আমি কেন আমার অংশ নেওয়ার ব্যাপারে পিছনে থাকব? যতপারি উত্তম উত্তম সম্পদ **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দান করে নিজের আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করব না?) এটা বলে তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ চতুর্থ পারার প্রথম আয়াতে কারিমা খানা তিলাওয়াত করলেন:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমরা কখনো কল্যাণ অর্জন করতে পারবেনা, যতক্ষণ না **আল্লাহ**র রাস্তায় আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবেনা।"

(পারা-৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯২)

এবং বললেন এজন্য যে সম্পদ আমার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেটা **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করে নিজের আখিরাতের ভান্ডার তৈরী করছি। (তাফসীরে দুররে মানসূর,খন্ড-২,পৃষ্ঠা-২৬১)

আহ! আমাদেরও যদি সায়্যিদুনা আবূ যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইসার তথা আত্মত্যাগ এর প্রেরণার সমূদ্রের অর্ধফোটাই নসীব হত! আফসোস! শতকোটি আফসোস! নিজের পছন্দের বস্তু **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা যেন আমাদের অভিধানেই নেই! ব্যস্ সর্বদা বিনামূল্যের সম্পদ অর্জনের নেশায় হৃদয় মগ্ন থাকে। বিশেষত:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

যা অধিক সাওয়াবের কাজ তাতে খরচ করার জন্য নফস কখনো সায় দেয়না উদাহরণ স্বরূপ কোরআনে করীম ও দ্বীনী কিতাব ইত্যাদি ক্রয় করে পড়া যদিও অধিক সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম, তথাপি মন চায় যে চাঁদা কিংবা উপহার স্বরূপ পাওয়া গেলে ভাল হয়, সুন্নত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফিলা**তে নিজে খরচ করাতে ধারনাতীত সাওয়াব রয়েছে কিন্তু আমাদের জালিম বদবখত নফসের মন্দ চাহিদাতো এ যে অপর কেউ ব্যয় বহন করলেই সফর করব, বরং যে দিনগুলো কাফিলাতে সফরে অতিবাহিত হয় তার বিনিময়ও যেন পাওয়া চাই। হায়! হায়! এরূপ লালসায় নিমজ্জিত অবস্থায় কিভাবে **আল্লাহ** তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা যাবে।

সরওয়ারে দ্বীন! লি'জে আপনে না'তোওয়ানো কি খবর
নফসও শয়তাঁ ছায়্যেদা! কব তক দাবাতে জায়েংগে (হাদায়েকে বখশিশ)

সম্পদ তিন ধরনের উপকার দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনুন! শুনুন! হে ধন উপার্জনের নেশায় মত্ত লোকেরা শুনুন! **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে: লোকেরা বলে আমার সম্পদ! আমার সম্পদ! অথচ তার সম্পদে তিন ধরনের উপকার রয়েছে, (১) যা খেয়ে নিঃশেষ করেছে। (২) যা পরিধান করে পুরাতন করেছে (৩) দান করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে কিংবা সম্পদ ছেড়ে যেতে হবে কেননা তা অপরের জন্য রেখে যেতে হবে। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১৫৮২, হাদীস নং-২৯৫৯)

]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

উত্তরাধিকারীর সম্পদ

মাহবূবে রাব্বে কায়িনাত, শাহিনশাহে মাওজুদাত, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কে এমন রয়েছে, যার নিকট তার আপন সম্পদের চাইতে উত্তরাধিকারীর সম্পদ পছন্দ? সাহাবা এ কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এমন কি কেউ হতে পারে যার নিকট আপন সম্পদ হতে অপরের সম্পদ পছন্দ হবে? এর উত্তরে **সরকারে দোআলম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আপন সম্পদ হচ্ছে তাই যা (**আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় খরচ করে) পূর্বেই পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং যা অবশিষ্ট রেখে যাবে তা উত্তরাধিকারীর সম্পদ।"

(বুখারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩, হাদীস নং-৬৪৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শেষ মুহূর্তেও ইসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! কোন ব্যক্তি আপন পার্থিব জীবনেই সম্পদ হতে মসজিদ ইত্যাদি তৈরী করে সাওয়াবে জারিয়ার ব্যবস্থা করতে সফলকাম হয়ে যায়! বাকি রইল সন্তান সন্তুতি, তাদের থেকে কোন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি এ আশা করে যে এরা তার জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ব্যবস্থা করবে তবে হয়ত এটা তার জন্য অনেক বড় ভূল, আজকাল উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে যে সন্তান রক্তপাত করতে দ্বিধাবোধ করেনা ওই ধিকৃত, আপন মরহুম পিতার জন্য শান্তি পৌঁছানোর কি ব্যবস্থা করবে! ইসার করার মন মানসিকতা তৈরী করুন এটাই আখিরাতে কাজে আসবে। একটু ভেবে দেখুন তো!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সাওয়াবের লালসায় ইসারের ব্যাপারে কিরকম অগ্রবর্তী ছিলেন যেমন; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ইহইয়াউল উলুম" এর মধ্যে বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হারিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্তীম শয্যায় শায়িত ছিলেন, কেউ এসে ভিক্ষা চাইল; তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দিলেন, নিজে ধার করে কাপড় নিল এবং ওটা পরিধান করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন। (ইহইয়াউল উলূম খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩১৯)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দান করতে আশ্চর্যজনক তাড়াহুড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো ! আমাদের পূর্ববতী বুযুর্গগণ নেকীর কেমন লোভী ছিলেন অন্তীম শয্যায়ও সাওয়াব অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া করেননি, এসব হযরতগণ নেকী উপার্জনে অনেক সময় এমন তাড়াহুড়া করে থাকেন যে, হতবাক হতে হয় যেমন; আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ফাতাওয়া রাযাভিয়াহ" খন্ড ১০, পৃষ্ঠা-৮৪ এর মধ্যে লিখেন, সায়্যিদুনা ইবনে সায়্যিদুনা, ইমাম ইবনুল ইমাম, করিম ইবনুল কিরাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একটি উকৃষ্ট শেরোয়ানী তৈরী করালেন। একবার তিনি শৌচাগারে তশরিফ নিয়ে গেলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সেখানেই মন বলল যে এটা **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দান করে দিবেন তৎক্ষনাৎ খাদিমকে ডাক দিলেন, খাদিম দেয়ালের পাশে এসে উপস্থিত হলে হুযুর শেরোয়ানী মুবারক খুলে তাকে দিলেন ও বললেন অমুক অভাবীকে দিয়ে আস। যখন বাইরে আসলেন, খাদিম আরয করলেন, এত বেশী তাড়াহুড়া করার কি কারণ ছিল? বললেন, না জানি যদি বাইরে আসতে আসতে আমার নিয়্যতে পরিবর্তন এসে যায়।

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর কাজে তাড়াতাড়ি করা চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام নেকীর কাজে কিরূপ তাড়াতাড়ি করতেন যেন এমন না হয় পরিবর্তনশীল অন্তর পরিবর্তন হয়ে যায় এবং নেকী হতে বঞ্চিত হতে হয়। তাই যখনই নেক কাজ করার **যেহেন** (মনমানসিকতা) তৈরি হয় তৎক্ষনাৎ করে নেয়া উচিত। **ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "নেক কাজে তাড়াতাড়ি করো।"
(সুনানে ইবনে মাজাহ,খন্ড-২,পৃষ্ঠা-৫,হাদীস নং-১০৮১)

চিরকুট পড়া ব্যতিত আবেদন কবুল করে নিলেন

আফসোস! অধিকাংশ লোক তো **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় দানই করেন না, করলেও অনেক বুঝে শুনে, ভালভাবে খোঁজখবর নিয়ে, ঘুরাঘুরি করে, কান্না করিয়ে করিয়ে, আন্তরিকতা শুন্যতার সাথে আর তাও যাকাত হতে যা সম্পদের ময়লা আর তাও স্বল্প পরিমাণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন আর 'কিরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

দয়ে যেন অনেক বড় দয়া করে ফেলে! দেখার বিষয় হচ্ছে যাকাত প্রদানকারীর চিন্তা করা উচিত যে আমি দয়াশীল নই, দয়া হচ্ছে তার যে আমার যাকাত অর্থাৎ আমার সম্পদের ময়লা বহন করে। আহ! যদি এমন হত যে গরীব লোকদের খুঁজে বের করে তাদের খিদমতে হাজির হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে যাকাত পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যেত। এমন লোকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য চারটি ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

(১) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদিনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, **"যিয়া এ সাদাকাত"** পৃষ্ঠা ২০৯ হতে ২১০ এর মধ্যে রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিদমতে একটি আবেদন পত্র পেশ করলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তখনই বললেন: "তোমার হাজত পূরণ করা হয়েছে" আরয করা হলো: হে নবী দৌহিত্র! আপনি এ চিরকুট পড়েই সেটা অনুযায়ী উত্তর দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: সে (এতটুকু সময়) আমার সম্মূখে অপমানবোধ সহকারে দাড়িয়ে থাকত আর সেটার ব্যাপারে **আল্লাহ** তা'আলা আমার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম,খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৩০৪)

মন সম্পদ দিয়ে নয় ভালবাসা দিয়ে জয় হয়

سُبْحَانَ اللّٰہ! মুস্তাফার স্কন্ধ সওয়ার, দানশীলদের সরদার, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ** তা'আলার ভয়কে আপন সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর এতেই রয়েছে মঙ্গল ও সফলতা রয়েছে তাই **আল্লাহ** তা'আলার ভালবাসার উপর সম্পদের ভালবাসাকে প্রাধান্য না দেওয়া চাই। অবশ্য সম্পদ দ্বারা অনেক বস্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

খরিদ করা যায় কিন্তু মন খরিদ করা যায়না! যেমন; (২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে সাম্মাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমার ঐ লোকের উপর আশ্চর্যবোধ হয় যে মাল খরচ করে গোলাম ক্রয় করে কিন্তু নেকী (ও সদাচারণ) দ্বারা আযাদ লোকদের (অন্তর) ক্রয় করেনা।

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩০৪)

চাওয়ার পর দানকারী, প্রকৃত দানবীর নয়

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবিদীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, যে ব্যক্তি প্রার্থনাকারীদের (প্রার্থনার পর) দান করে সে দানবীর নয়, দানবীর তো সে যে **আল্লাহ** তা'আলার অনুগত বান্দাদের অনুসরণে **আল্লাহ** তা'আলার হক সমূহ আপনা আপনিই পূর্ণ করে এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আকাঙ্খাও রাখেনা কেননা সে তো পূর্ণ সাওয়াব অর্জনে বিশ্বাসী। (প্রাগুক্ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বন্ধুর খবরাখবর না নেওয়াতে আফসোস!

(৪) এক ব্যক্তি আপন বন্ধুর ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল: কিজন্য আসা? বলল: আমার চার'শ দিরহাম কর্জ রয়েছে। গৃহকর্তা চার'শ দিরহাম সোপর্দ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে আসলেন, তার স্ত্রী বলল: আপনার নিকট এ দিরহাম দেওয়া কষ্টকর হলে না দিতেন। সে বলল: আমি তো এজন্য কান্না করছি যে অবগত করা ছাড়াই তার অবস্থা জানার সুযোগ আমার হলনা শেষ পর্যন্ত সে আমার দরজায় ধর্না দিতে বাধ্য হয়েছে। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল, এতে কোন বিশেষত্ব নেই যে প্রয়োজনের মুহুর্তে প্রার্থনা করতে আসলেই দান করা, বিশেষত্ব হচ্ছে এটাই কারো সম্পদের স্বল্পতার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা এবং লজ্জা ও অপমানবোধ নিয়ে আমাদের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করার পূর্বেই নিজেই গিয়ে সাহায্য করা।

হামে আপনি ফজল ও করম ছে তু করদে
ছাখাওয়াত কি নে'মত আ'তা ইয়া ইলাহী

বিরল মেহমানদারী

"খাযাইনুল ইরফান"এর মধ্য রয়েছে: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একবার এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উপস্থিত হলো, **সরকারে নামদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল উম্মুহাতুল মু'মিনীন (মুমিনদের মাতা) رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঘরসমূহে খবর নিয়ে দেখলেন যেন কোন বস্তু পাওয়া যায় কিনা কিন্তু কারো ঘরে কোন খাদ্য বস্তু ছিলনা। **শাহে খায়রুল আনাম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বললেন: "যে ব্যক্তি এ ব্যক্তিকে নিজের মেহমান করে নেয় **আল্লাহ** তা'আলা তার উপর দয়া করুন।" হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালহা আনসারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মেহমানকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, ঘরে গিয়ে আপন বাচ্চার মাকে رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا জিজ্ঞাসা করলেন: 'ঘরে খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি?' তিনি বললেন: 'শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য অল্প খাবার রেখেছি।' হযরত সায়্যিদনা আবু তালহা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: 'বাচ্চাদেরকে ফুসলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আর মেহমান যখন খানা খেতে বসবে তখন বাতি ঠিক করার বাহানা করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

উঠে বাতি নিবিয়ে দিবেন, যাতে মেহমান ভালভাবে খেয়ে নেয়।' এ ব্যবস্থ এজন্য করল যেন এটা জানতে না পারে যে গৃহকর্তা তার সাথে খাচ্ছেনা নতুবা মেহমান তার সাথে খেতে পিড়াপিড়ি করবে আর খানা অল্প হওয়াতে মেহমান ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। এভাবে হযরতে সায়্যিদুনা আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ মেহমানকে খানা খাওয়ালেন এবং নিজ পরিবারের সবাই ক্ষুধার্ত থেকে রাত কাটিয়ে দিলেন। যখন সকাল হল এবং **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো তখন **আল্লাহর মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব, মুনাযযাহুন আনিল উয়ূব, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরতে আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ দেখে ইরশাদ করলেন: "রাতে অমুক অমুকের ঘরে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। **আল্লাহ** তা'আলা তাদের উপর অনেক সন্তুষ্ট" এবং সূরা হাশরের এ আয়াত অবতীর্ণ হল:

وَ یُؤۡثِرُوۡنَ عَلٰۤی اَنۡفُسِہِمۡ وَلَوۡ کَانَ بِہِمۡ خَصَاصَۃٌ ۟ؕ وَ مَنۡ
یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۚ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "এবং আপন জানের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে যদিও তাদের প্রচন্ড অভাব এবং যাকে আপন নফসের লালসা রক্ষা করা হয়েছে তবে সেই সফলকাম।" (খাযাইনুল ইরফান পৃষ্ঠা ৯৮৪)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ পরের দিনের জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখতেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাদানী ঘটনাকে ভেবে দেখলে উপদেশের অনেক মাদানী ফুল অর্জন হবে। যেমন **শাহিনশাহে দো আলম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি রকম সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন, কোন উম্মুল মু'মিনীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে রাতের খাবার পাওয়া গেলনা। আমাদের **প্রিয় আকা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাওয়াক্কুল তথা **আল্লাহ** তাআলার উপর ভরসা অবস্থা এরকম ছিল যে তিনি পরের দিনের জন্য খানা বাঁচিয়ে রাখতেন না। উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: "আমরা কখনো তিন দিন একাধারে পেট ভরে খানা খায়নি অথচ চাইলে খেতে পারতাম কিন্তু (খানা খাওয়ার পরিবর্তে) ইসার করে দিতাম।"

(আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব খন্ড-৪,পৃষ্ঠা ৯২,হাদীস নং-৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাচ্চাদের রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

বর্ণনাকৃত মাদানী ঘটনাতে বাচ্চাদের জন্য রাখা সামান্য খানা বাচ্চাদের পরিবর্তে মেহমানদের খাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এ ব্যাপারটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে বাচ্চারা ক্ষুধার্ত ছিলনা বরং ক্ষুধাহীন অবস্থায় চাইতেছিল যেরুপ বাচ্চাদের অভ্যাস হয়ে থাকে, অন্যথায় তারা ক্ষুধার্ত থাকলে মেহমানদের পূর্বে বাচ্চাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওয়া ওয়াজিব ছিল আর তাঁরা কিভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিতে পারে। (কেননা ওয়াজিব ত্যাগ করলে গুনাহগার হয়) অথচ **আল্লাহ** আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং ওনার স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর প্রশংসা করেছেন।

(আশিয়্যাতুল লুমআত খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৪০)

হাদীসের এ ব্যাখ্যা দ্বারা এটা বুঝা গেল যে বাচ্চাদের ক্ষুধা পেলে তাদের খানা খাওয়ানো মাতা-পিতার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এখানে একটি মাসআলা লক্ষ্যনীয় আর তা হচ্ছে যে ছোট বাচ্চাদের রমযানুল মুবারকের রোযা রাখানো যদিও জায়িয কিন্তু তারা ক্ষুধার তাড়নায় খানা চাইলে তবে মাতা-পিতার জন্য তাদের খানা খাওয়ানো ওয়াজিব হয়ে যাবে যদিও তা তার জীবনের প্রথম রোযা হোক যদি শরীয়তের অনুমতি ব্যতিত খানা নাখাওয়ায় তবে গুনাহগার ও জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে।

হু মেহমান নওয়াজি কা জজবা ইনাইয়াত
হু পাছ শরীয়ত আ'তা ইয়া ইলাহী

উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও...

হযরতে সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **সরকারে দো নামদার, নবীদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার ইঙ্গিত মূলক ফরমান: "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হয় তবুও আমার এটা পছন্দ যে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যেন আমার কিছু অবশিষ্ট না থাকে, অবশ্য যদি আমার উপর ঋণ থাকে তবে এজন্য কিছু রাখব।"

(সহীহ বুখারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮৩, হাদীস নং-৭২২৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সুন্নতের আলোড়ন সৃষ্টিকারীগণ!

মদীনার তাজেদার, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিকগণ ও সুন্নতের আলোড়ন সৃষ্টিকারীগণ! আপনারা দেখলেন তো? আমাদের **প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও নিজের কাছে রাখতে ইচ্ছুক নয়, আর অন্যদিকে আমাদের মত ইশকে রাসূলের দাবিদার হওয়া সত্বেও সম্পদ সঞ্চয় করার চিন্তা ত্যাগ করতে পারিনা। আফসোস! হালাল ও হারাম ব্যবধান করার মন মানসিকতা লোপ পেতে চলেছে। আমাদের ইসলামী বোনেরাও খুব স্বর্ণ জমা করার সখ রাখেন, সমস্ত স্বর্ণ ও সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার কথা তো আলাদা, নিজের স্বর্ণের যাকাত পর্যন্ত আদায় করতে অনেক মহিলা প্রস্তুত নয় এবং নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়ে এটা বলতেও শুনা যায় যে আমাদের আয় রোজগার নেই, যাকাত তো তাকেই আদায় করতে হয় যারা আয় রোজগার করে! অথচ এমনটি নয়, যদি স্বর্ণ অলংকার ইত্যাদি কারো কাছে থাকে এবং যাকাত আদায়ের শর্তাবলীও পাওয়া যায় তবে যাকাত দেওয়া ফরয হয়ে যাবে। স্বর্ণের প্রতি সীমাহীন লালসাকারীনিগণ একটি উপদেশ মূলক হাদীসে পাক শ্রবণ করুন এবং **আল্লাহ** তা'আলার ভয়ে কেঁপে উঠুন ও আজ পর্যন্ত অতীত জীবনের যত যাকাত অনাদায় রয়েছে তা হিসেব করে তাড়াতাড়ি পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিন আর শরিয়তের অনুমতি ব্যতিরেকে বিলম্ব করার জন্য তাওবাও করে নিন।

আগুনের কাঁকন

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুহতাশাম, শাহে বনী আদম, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে দু'জন মহিলা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

উপস্থিত হলেন, তাদের হাতে স্বর্ণের কাঁকন ছিল। **সরকারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি এটার যাকাত আদায় কর? তারা বলল: না। ইরশাদ করলেন:“তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে **আল্লাহ** তা’আলা তোমাদেরকে আগুনের কাঁকন পরিধান করান?” তারা বলল: না। তখন ইরশাদ করলেন: “এগুলোর যাকাত আদায় কর।”

(তিরমিযী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং-৬৩৭)

যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, **“ফয়যানে যাকাত”** অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী।

মা ফাতিমার আত্নত্যাগ

মুস্তাফার স্কন্ধ সাওয়ার, দানশীলদের সরদার, ইমামে হুমাম, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একদা এক বেলা ক্ষুধার্ত থাকার পর আমাদের ঘরে খানার ব্যবস্থা হল, আমার আব্বাজান মাওলা মুশকিলকুশা, আলিয়্যুল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও আমার ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ খানা সমাপ্ত করলেন কিন্তু আম্মাজান সায়্যিদাতুননিসা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এখনো খাবার গ্রহন করেননি, যখনই রুটিতে হাত বাড়ালেন তখনই দরজায় এক ভিখারীর আওয়াজ শুনা গেল: “হে রাসূল কন্যা! আমি দু’বেলা ক্ষুধার্ত আমার পেট পূর্ণ করে দিন।” আম্মাজান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا তৎক্ষনাৎ খানা হতে হাত গুটিয়ে ফেললেন এবং আমাকে আদেশ করলেন যাও! এ খানা ভিক্ষুককে দিয়ে দাও, আমি তো এক বেলার ক্ষুধার্ত আর লোকটি দু’বেলা খানা খায়নি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বুকে রেহ্ কে খোদ অওরোঁ কো ক্বিলা দে তি থি
কেইছি ছাবের থি মুহাম্মদ কি ঘরানে ওয়ালে

ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো সায়্যিদাতুনা খাতুনে জান্নাত رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهَا ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও নিজের খাবার ইসার করে দিলেন! আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসার দাবি করা সত্ত্বেও প্রয়োজন তো দুরের কথা বেঁচে যাওয়া খানাও দান করে দেওয়ার পরিবর্তে আগামিকালের জন্য ফ্রিজে রেখে দিই। বিশ্বাস করুন! ক্ষুধার্তদের খানা খাওয়ানো ও পিপাসার্তকে পানি পান করানো অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে দু'টি **ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যবেক্ষণ করুন: (১) "যে মুসলমান কোন মুসলমান ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায়, তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ফল আহার করাবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিপাসার্তকে পানি পান করাবেন, তবে **আল্লাহ** তা'আলা কিয়ামতের দিন মোহর বিশিষ্ট পবিত্র ও বিশুদ্ধ শরাব পান করাবেন। আর যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করায়, তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে জান্নাতে সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন।"

(তিরমিযী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৪, হাদীস নং-২৪৫৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন আর 'কিরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(২) "যে কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দেয় তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে জান্নাতে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন যা দিয়ে তার মত লোকেরাই প্রবেশ করবে।" (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী খন্ড-২০,পৃষ্ঠা-৮৫,হাদীস নং-১৬২)

কিলানে পিলানে কি তওফিক দে দে
পায়ে শাহ করব ও বলা ইয়া ইলাহী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান আনতাকী رحمة الله تعالى عليه এর নিকট একবার অনেক মেহমান তশরীফ আনলেন। রাতে যখন খানার সময় হল তখন রুটি কম ছিল, সুতরাং রুটিকে টুকরা করে দস্তরখানায় রাখা হল এবং সেখান থেকে বাতি উঠিয়ে নেয়া হল, মেহমানগণ সকলে অন্ধকারেই দস্তরখানাতে বসে গেলেন, যখন কিছুক্ষণ পর এটা ভেবে বাতি নিয়ে আসল যে সবাই খাবার খেয়ে নিয়েছে দেখলেন রুটির টুকরা যেভাবে রেখেছে সেভাবেই পড়ে রয়েছে। ইসারের প্রেরণায় এক লোকমাও কেউ খেলনা, প্রত্যেকের এ চিন্তা ছিল যে আমি খাবনা যাতে আমার পাশের ইসলামী ভাই পেট ভরে খেতে পারে। (ইত্তিহাফুস সাদাত, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দান করার ফযীলত

আল্লাহ! **আল্লাহ**! আমাদের পূর্ববর্তী বুযর্গগণের ইসারের প্রেরণা কিরূপ আশ্চর্যজনক ছিল আর অন্যদিকে আহ! আমাদের লোভ লালসার প্রেরণা এরূপ যে যখন কোন দাওয়াতে যাই এবং খানা আরম্ভ করা হয় তবে "খাও খাও" করতে করতে খানাতে এমনভাবে ঝাপিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পড়ি যে "খানা চিবানো" ভূলে "গিলে খাওয়া ও পেট পূর্ণ করা" আরম্ভ করে দিই কেননা যেন এমন না হয় যে অন্য ইসলামী ভাই তো খাওয়াতে সফল হয়ে যাবে আর আমি বাদ পড়ে যাব! আমাদের লোভের অবস্থা কিছুটা এরূপ যে যদি সম্ভব হত তবে হয়ত অন্যের মূখের গ্রাসও কেড়ে নিয়ে গিলে ফেলতাম! হায়! আমরাও যদি "ইসার" করা শিখে যেতাম। **সুলতানে দোজাহান, দয়াল নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমার ইঙ্গিত মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর আগ্রহী হয়, অত:পর ঐ আগ্রহকে নিজের চাইতে (অপরকে) প্রাধান্য দেয়,তবে **আল্লাহ** তাকে ক্ষমা করে দেয়।"

(ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৭৯)

হামে ভুকা রেহনে কা আউরোঁ কি খা'তির,
আ'তা করদে জজবা আ'তা ইয়া ইলাহী

ইসারের সাওয়াব অর্জনের উপায়

হায়! আমাদেরও যদি ইসারের প্রেরণা নসীব হয়ে যেত, যদি খরচ করতে মন না চায় তবে বিনা খরচেও ইসার করার কতেক সুযোগ রয়েছে। যেমন কোথাও দাওয়াতে পৌঁছলেন, তথায় সবার জন্য খাবার পরিবেশন করা হলে আমরা উত্তম গোশতের টুকরা ইত্যাদি এ নিয়্যতে নিব না যেন আমাদের অপর ভাই সেটা খেতে পারে। গরমকাল রুমের ভিতর কিংবা সুন্নত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফিলা**তে মসজিদের ভিতর কতিপয় ইসলামী ভাই ঘুমাতে ইচ্ছা করেছে এ সময় নিজে পাখার নিচে জায়গা দখল করার পরিবর্তে অপর ইসলামী ভাইকে সুযোগ করে দিয়ে ইসারের সওয়াব অর্জন করতে পারেন। অনুরূপ বাসে কিংবা রেল গাড়িতে ভীড় হলে অপর ইসলামী ভাইকে বারবার অনুরোধ করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

নিজের সীটে বসিয়ে এবং নিজে দাড়িয়ে, কারো সফর করার সুযোগ আসা সত্বেও অন্য ইসলামী ভাইয়ের জন্য উৎসর্গ করে তাকে কারে বসিয়ে এবং নিজে পায়ে হেঁটে কিংবা বাস ইত্যাদিতে সফর করে, সুন্নতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে আরামদায়ক জায়গা পাওয়া যায় তবে তা অপর ইসলামী ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে কিংবা তাকে সে জায়গা পেশ করে, খানা কম আর খাবার গ্রহণকারি বেশী হলে তবে নিজে কম খেয়ে কিংবা একেবারে না খেয়ে এছাড়া অনুরূপ অগণিত স্থানে নিজের নফসকে কছুটা কষ্ট দিয়ে বিনামূল্যে ইসারের সাওয়াব অর্জন কর সম্ভব।

ইসারের সাওয়াব বিনা হিসেবে জান্নাত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ইহইয়াউল উলূম" এর মধ্যে বর্ণনা করেন : "**আল্লাহ** তা'আলা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে মূসা! عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এমন লোক, যে সারা জীবনে একবারও ইসার করে, আমি কিয়ামতের দিন তার থেকে হিসাব নিতে লজ্জা করব। তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত, সে যেখানে ইচ্ছা থাকবে।"

(ইহইয়াউল উলূম খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৩১৮)

ইসার করা হতে কেন বিরত থাকব!

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো দানশীলতা কাকে বলে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ভাইদের সাথে সদাচারণ করা এবং সম্পদ দান করা দানশীলতা। তিনি আরো বলেন: আমার পিতা মহোদয় رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

উত্তরাধিকারসূত্রে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পেলে তা তিনি থলে পূর্ণ করে আপন ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং বললেন আমি যখন নামাযে **আল্লাহ** তা'আলার নিকট আপন ভাইদের জন্য (সবচেয়ে মহান দৌলত) জান্নাতের প্রার্থনা করে থাকি, তবে এখন (ধ্বংসশীল পার্থিব নিকৃষ্ট) সম্পদ বন্টনে তাদের সাথে কৃপনতা করব কেন?

(ইহমফয়াউল উলূম খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৩০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ছাগলের মাথা

কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উপহার স্বরূপ এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঘরে ছাগলের মাথা প্রেরণ করলেন তখন তিনি বললেন এ মাথা আমার চাইতে আমার অমুক ইসলামী ভাইয়ের বেশী প্রয়োজন, সুতরাং এ মাথা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তিনি বললেন যে অমুক আমার চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী অত:পর মাথাখানা ঐ সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের ঘরে, দ্বিতীয় জন তৃতীয়জনের ঘরে এ মাথাখানা পৌঁছাতে থাকলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ ছাগলের মাথা সাতটি ঘরে ঘুরে ফিরে প্রথম সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঘরে পৌঁছল।

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৯, হাদীস নং-৩৭৫২)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইসারকারী এক ব্যবসায়ীর ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? নিঃস্ব ও দরিদ্র হওয়া সত্বেও আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে কিরূপ ইসারের প্রেরণা ছিল যে প্রত্যেকেই একে অপরকে প্রাধান্য দিত আর অপরদিকে হায়! আজকাল আমাদের অবস্থা তো একেবারে বিপরীত, অধিকাংশ লোক নিজের ভাইয়ের গলা কাটতে ব্যস্ত। আমার পীর ও মুরশিদ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরতে সায়্যিদুনা মাওলানা যিয়াউদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "তুর্কি আমলে" মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّ تَعْظِيْمًا তে বসবাস শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল ৩রা যিলহজ্জ ১৪০১ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّ تَعْظِيْمًا তে হয়েছে এবং জান্নাতুল বকীতে দাফন করা হয়েছে।

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় দরবারে আরয করা হল: হুযুর! সর্বপ্রথম যখন আপনি মদীনা زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّ تَعْظِيْمًا তশরীফ এনেছেন তখনকার মুসলমানদের অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন: এক সম্পদশালী ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّ تَعْظِيْمًا এর দরিদ্রদের মাঝে প্রচুর পরিমাণে কাপড় বন্টন করার ইচ্ছা করেছিল, অতএব এ উদ্দেশ্যে এক কাপড় ব্যবসায়ীকে বললেন অমুক কাপড় হতে আমার এত পরিমাণ কাপড় প্রয়োজন, তখন ব্যবসায়ী বলল: "আপনার চাহিদা পরিমাণ কাপড় আমার কাছে রয়েছে, তবে আপনি দয়া করে আমার সামনের দোকানদার হতে ক্রয় করে নিন, কেননা اَلْحَمْدُ لِله عَزَّوَجَلَّ আজ আমার বেচাকেনা অনেক হয়েছে, কিন্তু এ বেচারার ব্যবসা আজ কম হয়েছে।" সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: মদীনা শরীফের আগেকার মুসলমানগণ এমনই আপাদমস্তক একনিষ্ঠ ও ইসার তথা আত্মত্যাগী ছিলেন আর আজকালের মুসলমানদের অবস্থা তো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আপনার চোখের সামনেই যাদের অধিকাংশই সম্পদ সঞ্চয় ও একে অপরের গলা কাটতে ব্যস্ত রয়েছে।

বিরল ডাকাত

কথিত আছে যে আগেকার মদীনা পথের ডাকতদের অবস্থাও আশ্চর্যজনক ছিল, যখন ডাকাতদল হাজীদের কাফিলা লুন্টন করত তখন হাজীরা তাদেরকে সালাম করতেন, ডাকাতরা তাদের সালামের উত্তর দিতেন না, যদি সালামের উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَام বলে ফেলতেন তবে তাদের সম্পদ লুন্টন হতে বিরত থাকতেন আর যদি লুন্টনের পর সালামের উত্তর দিত তবে লুন্টিত মাল ফেরত দিয়ে দিতেন। কেননা ডাকাতরা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এবং وَعَلَيْكُمُ السَّلَام এর অর্থ (এবং তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক) খুব ভাল করে বুঝতেন অর্থাৎ তাদের এ যেহেন (মনমানসিকতা) ছিল যে যাকে আপন মূখ দ্বারা "শান্তির দু'আ" প্রদান করলাম তাদের মাল কিভাবে লুন্টন করতে পারি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোক্ত ঘটনাতে কখনো এটা উদ্দেশ্য নয় যে সালামের উত্তর না দেওয়াতে ডাকাতদের জন্য مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ডাকাতি বৈধ হয়ে যেত, এটা থেকে আমাদের শুধু এ শিক্ষা গ্রহণ করা চাই আমরা যাদেরকে সালাম করি তাদের ব্যাপারে এ কল্পনা করি যে আমরা তাকে আমার পক্ষ হতে সবধরনের ক্ষতি হতে "নিরাপত্তা" প্রদান করছি। যদি এমন যেহেন (মনমানসিকতা) তৈরী হয়ে যায় তবে আমাদের সমাজ মাদানী সমাজে পরিণত হয়ে যাবে। মুসলমানদের সালাম করার নিয়্যতও হৃদয়পটে গেঁতে নেওয়া উচিত। যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা**

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কতৃক প্রকাশিত রিসালা, "**১০১ মাদানী ফুল**" পৃষ্ঠা ২ এর মধ্যে রয়েছে: '**বাহারে শরীয়ত**' ১৬ তম অংশ ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশবিশেষের সারমর্ম হচ্ছে: "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এই নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান-সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি।" (বাহারে শরীয়ত, ১৬ তম অংশ, পৃষ্ঠা-১০২)

আয় মদীনে কি তা'জেদার সালাম   আয় গরীবুঁ কো গম গুসার সালাম
উস্ জওয়াবে সালাম কে ছদকে   তা কিয়ামত হুঁ বে শুমার সালাম
ওহ্ সালামত রাহা কিয়ামত মে   পড়লে জিস্ নে দিল ছে চার সালাম

নিজের খাবার কুকুরকে ইসার করে দিলেন!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরতে সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ইহইয়াউল উলূম" খন্ড-৩ এর মধ্যে বলেন: বর্ণিত আছে, হযরতে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের কোন যমীন দেখার জন্য বের হলেন এবং পথিমধ্যে কোন বাগানে প্রবেশ করলেন, সেথায় এক গোলামকে কাজ করতে দেখলেন, যখন তার নিকট খাবার আসল তখন কোত্থেকে একটি কুকুরও এসে পৌঁছল, গোলাম এক একটি করে তিনটি রুটি কুকুরের সামনে রাখলেন, কুকুরটি তা খেয়ে নিল। সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার জন্য দিনে কতটুকু খানা আসে? আরয করলেন: তাই যা আপনি দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: তার সবটুকু তো আপনি কুকুরকে ইসার করে দিয়েছেন! আরয করলেন: এ এলাকায় কুকুর থাকেনা, এটা কোথাও দুর এলাকা হতে এসেছে, খুব ক্ষুধার্ত ছিল, আমার এটা পছন্দ হলনা

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

যে আমি পেট ভরে খাব আর এ বেচারা অবলা জন্তু ক্ষুধার্ত থাকবে। বললেন: আপনি আজ কি খাবেন? আরয করলেন: ক্ষুধার্ত থাকব। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ঐ গোলামের ইসার দেখে সীমাহীন প্রভাবিত হলেন, অতএব বাগানের মালিক হতে এ বাগান, গোলাম ও অন্যান্য সবকিছু ক্রয় করে নিলেন, গোলামকে আযাদ করে ঐ বাগান সহ সবকিছু তাকে দান করে দিলেন।

(ইহইয়াউল উলূম খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৮)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুকুরের ইসার করার আশ্চর্যজনক ঘটনা

سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সৌভগ্যবান গোলামের ইসারের প্রতি শত কোটি মারহাবা! সে ইসারের প্রতিদান দুনিয়াতে কতই উৎকৃষ্ট পেল যে, তৎক্ষনাত আযাদ হয়ে বাগানের মালিক হয়ে গেল। যাহোক এ তো ছিল মানুষের ঘটনা, একটি কুকুরের ইসারের আশ্চর্য ঘটনা শ্রবণ করুন যেমন; কতিপয় সুফী رَحِمَهُمُ اللّٰه تَعَالٰی বলেন: আমরা "তারসূস" থেকে জিহাদ করার জন্য বের হলাম, শহর হতে একটি কুকুরও আমাদের পিছু নিল। যখন শহরের দরজা হতে বাহিরে গেলাম সেখানে একটি মৃত প্রাণী পড়েছিল, আমরা একটি উঁচু স্থানে বসে গেলাম, ঐ কুকুরটি শহরের দিকে চলে গেল, কিছুক্ষণ পর ফিরে আসল তবে একা নয়, তার সাথে কমপক্ষে আরো বিশটি কুকুর ছিল, আসতেই সকলেই মৃত প্রাণীর উপর ঝেপে পড়ল কিন্তু ঐ কুকুরটা দুরে বসে দেখতে রইল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

যখন ঐ কুকুরগুলো চলে গেল! এ কুকুরটা উঠে অবশিষ্ট হাড্ডি সমূহ চুষে খেতে থাকল, অত:পর সেটাও ফিরে গেল। (ইহইয়াউল উলূম খন্ড-৩, পৃষ্টা-৩১৯)

অন্তিম মুহুর্তেও ইসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুকুরের এ ইসারের ঘটনাতে আমাদের জন্য উপদেশের অগণিত **মাদানী ফুল** রয়েছে, যেন কুকুর আমাদেরকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে প্রকাশ্য ভাষায় বলছে যে আমি কুকুর হয়েও ইসারের আগ্রহ রাখি, আমাকে নিকৃষ্ট প্রাণী মনে করে ধিক্কারকারীগণ! তোমরাও একটু করে দেখাও। আফসোস! আমাদের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে গেছে নতুবা আমাদের পূর্ববতীদের অবস্থা এমন ছিলনা, তারা দুনিয়া হতে যাওয়ার সময়ও ইসারের নমূনা পেশ করে গেছেন যেমন; হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: ইয়ারমুকের যুদ্ধে অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শহীদ হয়েছেন। আমি হাতে পানি নিয়ে আহতদের মাঝে আপন চাচাত ভাইকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, অবশেষে পেয়ে গেলাম, তখন তার শেষ মুহুর্ত ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে চাচাত ভাই ! আপনি কি পানি পান করবেন? কাঁপাস্বরে নিচু আওয়াজে বলল: জ্বি হ্যাঁ। ইতিমধ্যে কারো আহাজারীর শব্দ শোনা গেল, মুমুর্ষ চাচাত ভাই رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইঙ্গিতে বলল: সর্বপ্রথম ঐ আহতকে পানি পান করিয়ে দিন, আমি দেখলাম সে হযরত হিশাম বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিল, তাঁর শ্বাস বের হওয়ার উপক্রম ছিল আমি তাঁর নিকট পানির কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম এরমধ্যে পাশে কারো অন্তর কাঁপানো ব্যথিত কন্ঠের আওয়াজ শুনা গেল। হযরত হিশাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, সর্বপ্রথম তাকে পানি পান করাও, যখন আমি তার কাছে আসলাম তখন তার পানি পান করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কেননা তিনি শাহাদতের অমৃত

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সূধা পান করে নিয়েছেন। আমি কালবিলম্ব না করে হযরত হিশাম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট দৌড়ে গেলাম কিন্তু তিনিও শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, অত:পর আপন চাচাত ভাইয়ের رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ নিকট আসলাম ততক্ষনে তিনিও শাহাদত বরণ করেছিলন।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত খন্ড-২ , পৃষ্ঠা-৬৪৮)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইসার এর প্রেরণা! আল্লাহ! আল্লাহ! শ্বাস উষ্ঠাগত কিন্তু প্রত্যেকের একই আকাঙ্খা আমি পানি পাই বা না পাই ব্যস আমার ইসলামী ভাই যেন পরিতৃপ্ত হয়ে যায় আর এভাবেই একে অপরের জন্য পানি ইসার করতে গিয়ে পানি পান করার পরিবর্তে তিনজনই শাহাদতের সূধা পান করে নিয়েছেন।

পানি ইসারকারী জান্নাতী হয়ে গেল

দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ৪০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**যিয়া এ সাদাকাত**" ২৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলগণের সরদার, শফিউল মুযনিবিন, আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুই'ব্যক্তি মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিলেন, তন্মধ্যে একজন ইবাদতকারী

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ছিলেন অন্যজন গুনাহগার, আবিদ অর্থাৎ ইবাদতকারী ব্যক্তির পিপাসা পেল এমনকি তীব্র পিপাসায় পড়ে গেলেন তখন তার সাথী দেখলেন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, সে চিন্তা করল "আমার কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও যদি এ নেক বান্দা মরে যায়, তবে **আল্লাহ** তা'আলার পক্ষ থেকে আমি কখনো মঙ্গল পাওয়ার অধিকারী হবনা আর যদি তাকে পানি পান করিয়ে দিই তবে আমি মারা যাব।" অবশেষে **আল্লাহ** তা'আলার উপর ভরসা করে (ঐ আবিদকে সাহায্য করার) ইচ্ছা করলেন, কিছু পানি তার উপর ছিটিয়ে দিলেন অবশিষ্ট পানি তাকে পান করিয়ে দিলেন এতে তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং (উভয়ে) মরুভূমি অতিক্রম করে নিলেন। (মৃত্যুর পর যখন) গুনাহগারের হিসাব নেয়ার পর জাহান্নামের হুকুম শুনানো হবে।

তাকে ফিরিশতারা নিয়ে যাবেন, ঐ মুহুর্তে তার দৃষ্টি (ঐ) নেক বান্দার উপর পড়বে, সে বলবে: ওহে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? তখন ঐ (আবিদ) বলবে: তুমি কে? বলবে: আমি ঐ ব্যক্তি যে মরুভূমিতে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম, তখন সে বলবে: হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। তখন ঐ নেক বান্দা ফিরিশতাদেরকে বলবে: থামুন! তখন ফিরিশতা থেমে যাবে অত:পর **আল্লাহ** তা'আলার কাছে দু'আ করবে, আরয করবে: "হে পরওয়ারদিগার! তুমি জান এ ব্যক্তি আমার উপর কি ইহসান করেছে, কিভাবে সে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল! হে মালিক! এর ব্যাপারটা আমার উপর সোপর্দ করে দিন। তখন **আল্লাহ** তা'আলা ইরশাদ করবেন: "একে তোমার সোপর্দ করে দিলাম, অত:পর ঐ নেক বান্দা আসবে এবং আপন (পানি প্রদানকারী) ভাইয়ের হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।"

(আল মু'জামুল আওসাত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭, হাদীস নং-২৯০৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইসারের মাদানী বাহার

এক ইসলামী বোনের **মাদানী বাহার** সংক্ষিপ্তাকারে আরয করছি: বোম্বাই'র একটি এলাকায় কোর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের **সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা** (সোমাবার ২২ সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১২.৩.২০০৭ ইং) এর সমাপ্তির পর এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট এক নতুন ইসলামী বোন নিজের সেন্ডেল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। যিম্মাদার ইসলামী বোন **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে তাকে নিজের সেন্ডেল পেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত অপর এক ইসলামী বোন যে **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এখনো প্রায় সাত মাসই হয়েছিল, সে অগ্রসর হয়ে বলল যে, "**দাওয়াতে ইসলামী**র জন্য এতটুকু উৎসর্গ করতে পারবেনা!" বারবার অনুরোধ করার মাধ্যমে নিজের সেন্ডেল প্রদান করে ঐ নতুন ইসলামী বোনকে তা নিতে বাধ্য করলেন এবং নিজে খালি পায়ে ঘরে চলে গেলেন।

রাতে যখন ঘুমালেন তখন তার ভাগ্যের তারা জেগে উঠল! কি দেখলেন, দেখলেন যে **সরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী চেহারা মুবারক চমকিয়ে জলওয়া ফরমালেন, সাথে এক প্রবীন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাথায় সবুজ পাগড়ি সাজিয়ে কদম মুবারকে উপস্থিত ছিলেন। **সরকারে মদীনা, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝড়তে রইল আর বাক্য কিছুটা এভাবে সজ্জিত হলো, "সেন্ডেল ইসার করার সময় তোমার মূখ হতে নির্গত বাক্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

'**দাওয়াতে ইসলামী**র জন্য এ উৎসর্গটুকু করতে পারবেনা!' আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"(এছাড়াও আমাকে আরো উৎসাহ প্রদান করেছেন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**'র **'মাদানী পরিবেশে'** 'ইসার' এরও কিরূপ সুন্দর **মাদানী বাহার!** এছাড়া ইসার এর ফযীলতেরও কতইনা উজ্জলতা! **মদীনার তাজেদার, মক্কায়ে মুকার্‌রামার সরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর চাহিদা রাখে, অত:পর এ চাহিদাকে দমন করে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।" (ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী। খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি কি নিজের আখিরাতকে উন্নতির জন্য **মাদানী কাফিলা**তে সফর করার জন্য প্রতি মাসে শুধু মাত্র তিনটি দিন উৎসর্গ করতে পারবেন? ভেবে দেখার বিষয়! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য এতটুকু উৎসর্গ করতে পারবোনা?

আল্লাহ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ্যায় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

ইয়া রাব্বে মুস্তাফা! আমাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে খুব বেশী পরিমাণে ইসার করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا তে সবুজ গম্বুজের নীচে শাহাদাত, জান্নাতুল বকীতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদাওসে বিনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হিসেবে প্রবেশের অনুমতি এবং আপন **মাদানী হাবীব, মক্কী মাদানী সুলতান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করুন।

বে সবব বখ্‌'শ দে না পুঁছ আমল,
নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজদারে রিসালত, শাহিনশাহে নুবুয়ত, মুস্তাফা জানে রহমত, শময়ে বাযমে হিদায়ত, নওশায়ে বযমে জান্নাত, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জান্নাতের সুসংবাদরূপী ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির খন্ড-৯,পৃষ্ঠা-৩৪৩)

সীনা তেরী সুন্নত কা মদীনা বনে আ'ক্বা,
জান্নাত মে পড়ৌছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

পোষাক পরিচ্ছদের ১৪ টি মাদানী ফুল

সর্বপ্রথম তিনটি **ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপস্থাপন করছি ঃ (১) "জ্বীন ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা।"

(আল মু'জামুল আওসাত লিত্ তাবরানী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯, হাদীস নং-২৫০৪)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির আড়াল হয় অনুরূপ এটা **আল্লাহ** তা'আলার যিকির জিনদের জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

আড়াল হয়ে থাকে যার কারণে সেটাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পারেনা। (মিরআত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৮)

(২) “যে কাপড় পরিধান করার সময় এ দুআ পাঠ করে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

তবে তার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।”

(আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৯, হাদীস নং-৪০২৩)

(৩) “যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশত: ভাল কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ** তাআলা তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন।” (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮)

❈ **খাতেমুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোষাক অধিকাংশই সাদা কাপড়ের হত। (কাশফুল ইলতিবাস ফী ইসতিহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আব্দুল হক আদ দেহলভী, পৃষ্ঠা-৩৬)

❈ পোষাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্যনের হয় আর যে পোষাক হারাম উপার্জনের হয় তা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামায ক্ববূল হয়না। (প্রাগুক্ত-৪১)

❈ বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি বসে আমামা তথা পাগড়ি বাঁধে বা দাড়িয়ে পায়জামা পরে তবে **আল্লাহ** তা'আলা তাকে এমন রোগে পতিত করবেন যার কোন চিকিৎসা নেই। (প্রাগুক্ত ৩৯)

❈ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক হতে আরম্ভ করুন (কেননা এটা সুন্নত) যেমন যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তীনে ডান হাত প্রবেশ করান অত:পর বামহাত বাম আস্তীনে প্রবেশ করান (প্রাগুক্ত ৪৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

❋ এভাবে পাজামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করান আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক হতে আরম্ভ করুন।

❋ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "**বাহারে শরীয়ত**" ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪০৯ এর মধ্যে রয়েছে, "সুন্নত পদ্বতি হচ্ছে যে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা পর্যন্ত এবং হাতার দৈর্ঘ্য বেশী হলে আঙ্গুল সমুহের মাথা পর্যন্ত আর প্রস্থ এক বিঘত পরিমাণ।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৭৯)

❋ সুন্নত হচ্ছে পুরুষের পায়জামা কিংবা লুঙ্গি টাখনুর উপর রাখা। (মিরআত খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৩)

❋ পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোষাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপারেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

❋ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "**বাহারে শরীয়ত**" প্রথম খন্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত "সতর" অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী এর অন্তর্ভূক্ত নয় তবে হাঁটু অন্তর্ভূক্ত। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৩)

আজকাল অধিকাংশ লোক লুঙ্গি কিংবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে যে নাভির নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা দ্বারা এভাবে ঢাকা থাকে যে চামড়ার রং প্রকাশ না পায় তবে ভাল, অন্যথায় হারাম, আর নামাযে এক চতুর্থাংশ পরিমান খোলা থাকলে নামায হবে না (বাহারে শরীয়ত) বিশেষত হজ্জ ও উমরার ইহরাম পরিধানকারীদের এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা উচিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কিরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

❋ আজকাল অনেকে লোকসম্মুখে হাফ পেন্ট পরিধান করে ঘুরাফেরা করে যাদ্ধারা তাদের হাঁটু ও উরু দৃষ্টিগোচর হয় এরকম করা হারাম, এদের খোলা হাঁটু ও উরুর প্রতি দেখাও হারাম। বিশেষ করে খেলার মাঠে, ব্যয়ামাগার ও সমূদ্র সৈকতে এরূপ দৃশ্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। অতএব এসব স্থানে যেতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

❋ অহংকারমূলক যত পোষাক রয়েছে তা পরিধান করা নিষিদ্ধ। অহংকার আছে কি নেই এর যাচাই এভাবে করুন যে, এ কাপড় পরিধান করার পূর্বে নিজের ভিতর যে অনুভূতি ছিল তা যদি এ কাপড় পরিধান করার পরেও পূর্বের অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তবে বুঝতে হবে এ কাপড় দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হয়নি আর যদি এ অনুভূতি এখন অবশিষ্ট না থাকে তবে বুঝতে হবে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এধরনের কাপড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। কেননা অহংকার অনেক খারাপ গুণ। (রদ্দুল মুহতার খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৭৯, বাহারে শরীয়ত খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০৯)

মাদানী হুলিয়া

দাঁড়ি, যুলফি (বাবরি চুল) মাথায় সবুজ সবুজ পাগড়ি (সবুজ রং যেন গাঢ় না হয়) কলি বিশিষ্ট সুন্নত মোতাবেক অর্ধগোছা পর্যন্ত লম্বা, এক বিঘত প্রশস্ত হাতা, বুকে হৃদয়ের পার্শ্ববর্তী দিকের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক, লুঙ্গি কিংবা পায়জামা টাখনুর উপর। এছাড়া মাথায় সাদা চাদর ও **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমলের নিমিত্তে পর্দার উপর পর্দা করার জন্য খয়েরী রংয়ের চাদরও সঙ্গে থাকলে তো মদীনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মদীনা। ইসলামী বোনেরা শরীয়ত সম্মত ভাবে পর্দা করুন, প্রয়োজনে সাদাসিধে মাদানী বোরকা পরিধান করুন।

দু'আ এ আত্তার: হে **আল্লাহ!** আমাকে ও মাদানী হুলিয়া পরিধানকারী সকল ইসলামী ভাই এবং মাদানী বোরকা পরিধানকারী ইসলামী বোনদেরকে সবুজ গম্বুজের ছায়াতে শাহাদত, জান্নাতুল বকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুন। হে **আল্লাহ!** সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দিন।

উনকা দিওয়ানা আমামা অউর ঝুল্‌ফ মে,
লাগ রাহা হে মাদানী হুলীয়া মে উহ কিতনা শানদার।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নত শিখতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কতৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব "**বাহারে শরীয়ত**" ১৬ তম অংশ ও ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**সুন্নত আউর আদাব**" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা**তে আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করা।

লুটনে রহমতেঁ ক্বাফিলে মে চলো,
চিক্‌নে সুন্নতেঁ ক্বাফিলে মে চলো।
হোঙ্গী হাল মুশ্‌কিলে ক্বাফিলে মে চলো,
খ'তম হু শা'মতেঁ ক্বাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

গীবতের সংজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, "ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: মানুষের এমন কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে **গীবত** বলে যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। সে দোষ-ত্রুটি তার সাথে সম্পর্কিত তারদ্বীন-দুনিয়া, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাগড়ী, ওঠা-বসা, হাসি-কান্না, পাগলামি, উম্মাদনা, আনন্দ ইত্যাদি যে কোন বিষয়েই থাকুক না কেন। শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে **গীবত** করা যেমন কাউকে অন্ধ, পঙ্গু, কুঁজো, টেকো, লম্বা, কাল, ইত্যাদি বলা। ধর্মীয় দোষ-ত্রুটি নিয়ে **গীবত** করা যেমন কাউকে ফাসেক, চোর, আত্মসাৎকারী, জালিম, নামাজে অলসতাকারী, পিতামাতার অবাধ্য ইত্যাদি বলা।" তিনি আরো বর্ণনা করেন, কাউকে খেজুরের মত মিষ্ট শরাবের মত উদ্দীপক এরূপ বলাও **গীবতের** মধ্যে শামিল। **আল্লাহ** তা'আলা **গীবত** থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং আমরা যাদের **গীবত** করেছি তাদের হক সমূহ তিনি আপন দয়ায় আমাদের পক্ষ থেকে আদায় করুন।

গীবত ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক

মাহবুবে রাব্বুল ইবাদ, সরকারে দু'জাহান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গীবত ও চুগলি ঈমানকে এমনিভাবে কর্তন করে যেমনিভাবে করাত গাছ কর্তন করে।"

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৩৩২, হাদিস নং-২৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

চারটি উপদেশমূলক বানী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৪ পৃষ্ঠা সম্ভলিত কিতাব 'মিনহাজুল আবেদীন' এর ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "আমি লেবাননের কোন এক পাহাড়ে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দের সংস্পর্শে ছিলাম। তাদেও প্রত্যেকেই আমাকে এ অসিয়ত করেছিলেন যে, যদি তুমি মানুষের নিকট গমন কর, তাহলে তাদেরকে নিম্মোক্ত চারটি উপদেশ অবশ্যই প্রদান করবে। ❋ যে পেট ভর্তি করে আহার করবে সে কখনো ইবাদতের স্বাদ গ্রহন করতে পারবে না। ❋ যে বেশী বেশী ঘুমাবে তার হায়াত বরকতময় হবে না। ❋যে শুধুমাত্র মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হবে। ❋ যে গীবত ও অনর্থক কথা বার্তা বেশী বলবে সে ইসলাম ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ করতে পারবে না।" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা-৯৮)

অপ্রাপ্তবয়স্কদের গীবত

শিশুর সাথে মিথ্যা বলার যেরূপ শরীয়তের অনুমতি নেই, তদ্রুপ তাদের গীবত করাটাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদিও সে একদিনের শিশু হোক না কেন, শরয়ী কারণ ব্যতিত তার দুর্নামও করা যাবেনা। পিতামাতা এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তারা যেন বিনা প্রয়োজনে তাদের সন্তান সন্ততি, ভাই বোনদের সমালোচনা না করেন, সামনে কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের যেন রাগী, পিতামাতার অবাধ্য, বখাটে, অথর্ব ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার না করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী